যুগান্তর
তারিখ ... 4-JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিবঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা

মুসতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদাসীনতা ও অসহযোগিতার কারণে ফি বছর কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ এসব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই সব শর্ত পূরণ করে প্রথমে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হন। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা এ তথ্য জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভর্তিচ্ছু বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, মার্কশিট, ট্রান্সক্রিপ্টসহ অন্যান্য দলিলাদি প্রায় সময়ই যাচাই-বাছাইয়ের (ভেরিফিকেশন) জন্য পাঠানো হয় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তা মাসের পর মাস ফাইলবন্দি থাকে। অনেক সময়

শিক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

শিক্ষার্থীরা: বাংলাদেশের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ই-মেইলের মাধ্যমেও তথ্য জানতে চাওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব ক্ষেত্রে সাড়া মেলে কমই। আর এ কারণে হয় ভর্তি অথবা ভর্তি এবং বৃত্তি দুটিই বাতিল হয়ে যায়।

এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে কাগজপত্রের যাচাই-বাছাই কাজ করাতে এলেও তারা নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র এবং ফিনল্যান্ডের টেমপেরে ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত সুপ্রসন্ন সরকার বলেন, তার ভর্তি কার্যক্রম ছয়মাস বিলম্বিত হয়। তিনি অভিযোগ করেন, টেমপেরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পাঠানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই কাজ যথাসময়ে না করার কারণে তিনি এক সেমিস্টার পিছিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাস্তবতা জানানোর পর পুনঃভর্তির অনুমতি মেলে। সুপ্রসন্নের অভিযোগ, টেমপেরে ইউনিভার্সিটি থেকে ই-মেইল আসার পর তিনি একাধিকবার প্রশাসনিক ভবনে রেজিস্ট্রারের সঙ্গে স্বয়ং দেখা করেও কোন সহযোগিতা পাননি।

নাম প্রকাশ না করে ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র বলেন, তার দলিলাদি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দু'বার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-মেইল এসেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন জবাব পায়নি ল্যাপল্যান্ড কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি অবহিত হওয়ার দু'সপ্তাহ পর ওই ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে তার বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে দিয়ে ল্যাপল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এন্ড ডিজাইন অনুষদের ডিনের সেক্রেটারি জান্না সেভেরিডটকে ফোন করান। এরপর ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। ফিনল্যান্ডেরই হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সে অধ্যয়নরত অপর ছাত্র আবদুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন। তিনি বলেন, রেজিস্ট্রার দফতর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই না করায় প্রথমবার তিনি ভর্তিবঞ্চিত হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমানের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পাঠালেও এজন্য তারা কোন 'ভেরিফিকেশন ফি' পাঠায় না। ব্যক্তিগতভাবেও কেউ এ অর্থ পরিশোধ না করলে তখন বিলম্ব হয়। তিনি বলেন, তারপরও তারা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বেশির ভাগ সময় কাজ করে দেন। অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয় বলে তিনি দাবি করেন। আর নাম প্রকাশ না করে একজন উপ-রেজিস্ট্রার বলেন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধু নাম এবং জন্ম তারিখ দিয়ে তথ্য চাওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ডাটাবেজে ছাত্রছাত্রীদের তথ্য রাখা হয় না। যে কারণে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে যদি ছাত্রছাত্রীর স্থায়ী ঠিকানাসহ তথ্য চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সহায়তা করা সম্ভব হতো।

ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সময়মতো ট্রান্সক্রিপ্ট না দেয়ার কারণেও অনেকের ভর্তি এবং বিদেশী বৃত্তি বাতিলের ঘটনাও রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, খুশি না করলে ঘুরতে হয় মাসের পর মাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, সুইডেনের ওরেব্রো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির অফার লেটার পাওয়ার পর ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য আবেদন করেন তিনি। কিন্তু তাকে তিনমাস ঘোরানো হয়। ফলে তার ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। সূত্র জানায়, ট্রান্সক্রিপ্ট শাখার কর্মকর্তা মতিউর রহমান এক ছাত্রীর কাছে জরুরি ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পেতে অর্থ দাবি করেছিলেন। পরে ওই ছাত্রী উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন। কিন্তু তারপরও ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিষয়টি উপ-উপাচার্য স্বীকার করে বলেন, লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।